প্রথম আলো

তারিখ 28 FEB 2014
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

শিবির সভাপতিসহ ১৪ নেতা-কর্মীকে বহিষ্কার

ছাত্র-শিক্ষকদের ওপর হামলা

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে মানববন্ধনে ছাত্র-শিক্ষকদের ওপর হামলার ঘটনায় ইসলামী ছাত্রশিবিরের সভাপতিসহ ১৪ নেতা-কর্মীকে আজীবন বহিষ্কার করেছে কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সভায় গতকাল বৃহস্পতিবার এ সিদ্ধান্ত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট সূত্র জানায়, গতকাল বেলা তিনটা থেকে রাত সাড়ে নয়টা পর্যন্ত সিন্ডিকেট সভা চলে। সভায় বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি এহসানুল করিমসহ ১৪ শিবির নেতা-কর্মীকে আজীবন বহিষ্কার করা হয়।

বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীরা হলেন পুর ও পরিবেশ কৌশল বিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর শিক্ষার্থী এহসানুল করিম, সুবিজ্ঞান বিভাগের মুহিবুল্লাহ, খাদ্য ও চা প্রযুক্তি (এফইটি) বিভাগের আবু ইউসুফ মো. জাকির ও নাসিম হাসান, প্রাণরসায়ন ও অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের মো. শামসুজ্জামান, সমাজকর্ম বিভাগের রফিকুল ইসলাম, আজিজুল হক মিলন, কাওছার আহমেদ, মো. আয়াতুল্লাহ ও আমিনুল ইসলাম খান, বাংলা বিভাগের বদরুল হক, ইংরেজি বিভাগের সুজন মিয়া, জিন প্রকৌশল ও জৈবপ্রযুক্তি (জিইবি) বিভাগের সাহাব উদ্দিন, লোকপ্রশাসন বিভাগের মো. সানাউল্লাহ। বহিষ্কৃত ব্যক্তিরা সবাই বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মী।

মুঠোফোনে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মো. ইশফাকুল হোসেন তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

প্রশাসন ও তদন্ত কমিটি সূত্রে জানা গেছে, গত ১২ ডিসেম্বর রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য চেতনা '৭১-এ হামলা ও ভাঙচুরের প্রতিবাদে পরদিন বিকেল পাঁচটার দিকে ক্যাম্পাসে মানববন্ধনের আয়োজন করেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। মানববন্ধন শেষে চেতনা '৭১-এর পাদদেশে সমাবেশের সময় ছাত্রশিবিরের ২০-২৫ জন নেতা-কর্মী রামদাসহ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ধাওয়া করেন। এ সময় তাঁরা কয়েকটি ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটান। পরে চেতনা '৭১-এর সামনে থাকা সমাজবিজ্ঞান বিভাগের এক শিক্ষকের মোটরসাইকেল ও দুটি বাইসাইকেলে আগুন দিয়ে ক্যাম্পাস ত্যাগ করেন।

এ ঘটনায় পুর ও পরিবেশ কৌশল বিভাগের প্রধান জহির বিন আলমকে আহ্বায়ক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক নাজিয়া চৌধুরী ও ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক শফিকুল ইসলামকে সদস্য করে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।